



106965 - এক ব্যক্তির দাদী অসুস্থ ও বহুশুঁ। রোযা পালন না করার কারণে কিতাঁকে কাফফারা দিতে হবে

প্রশ্ন

প্রশ্ন :

প্রায় দড়ে বছর ধরে আমার দাদী/নানী অসুস্থ। তাঁর হুঁশ নই, তিনি কথা বলতে পারেন না এবং খাবারদাবারও চান না। যদি আমরা তাঁকে কোন খাবার দই তবু তিনি খান। তাঁর সাথে কউে কথা বললে তিনি কদাচিঁ তাকে চনিতে পারনে। তাঁর যা প্রয়োজন সটোও তিনি আমাদরেকে বলনে না।[যমেন ধরুন তিনি বলনে না যে, আমি টয়লটে যাব। আল্লাহ আপনাদেরকে সম্মানতি করুন**] তাঁর অবস্থা হলো- তিনি কোন নড়াচড়া ছাড়া বহিনার উপর ঘুমিয়ে থাকনে। তাঁর ছলেরো তাঁকে নড়াচড়া করতে সাহায্য করে। আমি তাঁর সিয়াম ও সালাতরে ব্যাপারে জানতে চাই। আমরা কিতাঁর পক্ষ থেকে ফদিয়া আদায় করব এবং ইতপূর্ববে গত অবস্থার জন্য আমাদের কোন করণীয় আছে কী?

[** আরবী ভাষাভাষীরা অপবতির জনিসি যমেন জুতো, টয়লটে ইত্যাদরি কথা উল্লেখেরে পর সাধারণত “আল্লাহ আপনাদেরে সম্মানতি করুন” এই দু’আটি উল্লেখ করে থাকে।]

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

যনি বয়সরে ভারে দহে ও মনরে চরম অবনতির পর্যায়ে পটৌছে গছনে, তাঁর ববিকে-বুদ্ধি লোপ পয়ে গছনে, হুঁশ থাকনে না এমন ব্যক্তনিামায-রোযার দায়তি্ব থেকে অব্যাহতি পয়ে যান। তাঁর উপর কোন কাফফারা আদায় করাও আবশ্যক নয়। কারণ মুকাল্লাফ(শরয়ি দায়তি্বপ্রাপ্ত) হওয়ার জন্য শরত হচ্ছবেবিকেবুদ্ধি সম্পন্ন হওয়া।

নবীসাল্লাল্লাহু‘আলাইহিওয়াসাল্লামবলছনে :“তনিব্যক্তরিউপরথেকে (দায়তি্বরে) কলমউঠিয়েনয়োহয়ছেঃ (১)

যুমন্তব্যক্তজিগ্রতহওয়াপর্যন্ত (২) শিশুবালগিহওয়াপর্যন্তএবং (৩) পাগল ববিকেবুদ্ধিফিরিপোওয়াপর্যন্ত ।”[আবুদাউদ (৪৪০৩), তরিমযী (১৪২৩), নাসাঈ (৩৪৩২), ইবনমোজাহ (২০৪১)]আবুদাউদবলছনে: “এ হাদসিটা বরণনা করছনে ইবনে জুরাইজ ক্বাসমি ইবনে ইয়াজদি হতে, তিনি আলীরাদিয়াল্লাহু আনহুহতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহিওয়া সাল্লাম হতে এবং এ বরণনাতে তনিالْخُرْفِ (বয়বেবুদ্ধি) শব্দটি যোগ করছনে।শাইখ আলবানী এই হাদসিটিকে ‘সহীহ আবু দাউদ’গ্রন্থতে সহীহ হিসেবে চহিনতি করছনে।

আউনুল মাবুদ গ্রন্থতে বলছনে:



“আলখারফি” শব্দটি “আলখারাফ” শব্দ হতে উদ্ভূত। এর অর্থ হলো বার্ধক্যের কারণে বুদ্ধি লোপ পাওয়া। হাদিসে এ শব্দটির অর্থ হলো অতশিয় বৃদ্ধব্যক্তি, বার্ধক্যের কারণে যার বুদ্ধি-বিকেল্য ঘটছে। অতি বৃদ্ধ ব্যক্তির কখনো কখনো বুদ্ধিভিন্ন হতে পারে। যারফলে তিনি ভালমন্দ বচার করতে পারেন না। এমতাবস্থায় তিনি আরমুকাল্লাফ (দায়িত্বপ্রাপ্ত) বলে বিবেচিত হন না। এ অবস্থাকে পাগলামিও বলা যায় না। সমাপ্ত

শাইখ ইবনে উইছাইমীন রাহিমাহুল্লাহ বলছেন:

“নমিনোকত শর্ত ব্যতিরেকে কারো উপর রোযা পালন করা ওয়াজবি হয় না:

১. বিবেকবুদ্ধি সম্পন্ন হওয়া

২. সাবালগ হওয়া

৩. ইসলাম

৪. সক্ষমতা থাকা

৫. সংসারী (মুকমি) হওয়া, সফরনোথাকা

৬. নারীদরেক্ষতেরহোয়যে ওনফিসমুকুতহওয়া

প্রথম শর্ত:

বিবেকবুদ্ধি সম্পন্ন হওয়া। এর বিপরীত হল বুদ্ধি-বিকেল্য হওয়া। তা পাগলামির কারণ হোক বা বার্ধক্যজনিত অক্ষমতার কারণে হোক অথবা কোন দুর্ঘটনার কারণে বোধশক্তি অনুভূতশক্তিলোপ পয়ে যাক। বিবেকবুদ্ধিলোপ পাওয়ার কারণে ব্যক্তির উপর কোন শরয়দায়িত্ব বর্তায় না। এর উপর ভিত্তি করে বেলাযায়যে, বৃদ্ধব্যক্তি যদি বার্ধক্যজনিত অক্ষমতার চরম পর্যায়ে পৌঁছে তবে তাঁর উপর রোযা বা ফদিয়া প্রদান করার দায়িত্ব বর্তায় না। কারণ তাঁর বিবেকবুদ্ধি অনুপস্থিত।” সমাপ্ত [লিক্‌বাউল বাবলি মাফতুহ (৪/২২০)]

পক্ষান্তরে ইতিপূর্বে যা গত হয়েছে সে সময়ের ক্ষতেরে উনার অবস্থা যদি এমনই হয়ে থাকে যে উনার কোন জ্ঞান বাউপলব্ধি ছিল না তবে তাঁর উপর কোন সিয়াম বা কাফফারানই। আর যদি তাঁর জ্ঞান ও বোধশক্তি থাকে থাকে কনিতু রোগের কারণে সিয়াম ত্যাগ করে থাকেন সক্ষেত্রে দুটি অবস্থা হতে পারে :

(১) যদি সে সময় তাঁর রোগমুক্তির আশা ছিল। কনিতু তিনি সুস্থ না হয়ে রোগ আরো দীর্ঘায়তি হয়। তবে তার উপর কোন কছু বর্তায় না। কারণ তাঁর ওয়াজবি ছিল সুস্থ হওয়ার পর কাযা আদায় করা। কনিতু তিনি তাকে আর সুস্থ হননি।

(২) আর যদি অবস্থা এমন হয় যে, সে সময়ও তার সুস্থ হওয়ার কোন

আশা ছিল না তবে তার পক্ষ থেকে পেরতদিনের পর বিবর্তকোফফারা আদায় করা ওয়াজবি। কাফফরা হচ্ছে একজন মসিকীনকে অর্ধসা‘পরমাণ



স্থানীয় খাদ্যদ্রব্য প্রদান করা। আপনারা যদি এ কাফফারা আদায় না করে থাকেন তবে তাঁর সম্পদ থেকে তো আদায় করুন।
আমরা আল্লাহ তা'আলার কাছে তাঁর সুস্থতা ও রোগে নরিময়রে দোয়া করছি এবং আপনাদের জন্মতাও ফকি ও দুঃতার প্রার্থনা করছি।

আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।